দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 NOV 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

2 ৬

3।

যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি

যশোর অফিস ॥ যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯১ সালের ফলাফলে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গিয়াছে। অনেক পরীক্ষার্থী পাস করিলেও ফলাফলের গেজেটে তাহাদের রোল নম্বর খুঁজিয়া পাওয় যায় নাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গেজেটে একই পরীক্ষার্থীকে (১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ত্রুটি বিচ্যুতি

(১ম পৃঃ পর)

একাধিক বিভাগে পাস দেখানো হইয়াছে।

ইহাছাড়া কয়েকটি কেন্দ্রে পরীক্ষায়-অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিভাগওয়ারী মোট পাসের যে সংখ্যা গেজেটে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার সহিত উত্তীর্ণ রোল নম্বরগুলির যোগফলের মিল নাই। আবার একই কেন্দ্রে একই বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগও অপ্রকাশিত রোল নম্বরের পর আবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বোর্ড সকল কেন্দ্রের সকল বিভাগের রোল নম্বর ১ হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে দিয়া থাকে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আলাদাভাবে ১ হইতে রোল নম্বর শুরু করে না। অন্যান্য বোর্ডের এই নিয়ম অনুসরণ করিতে-বাধা কোথায়?

যশোর সদর উপজেলার রাজাপুর আয়শা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী মোঃ তাজউল ইসলাম (রোল যশোর-৯৮৫) ফলাফলের গেজেটে তাহার রোল নম্বর না দেখিয়া হতাশ হয়। পরে সে শিক্ষা বোর্ডে খোঁজ লইয়া জানিতে পারে যে, তাহার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৩৭ এবং সে প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে। একই কেন্দ্রে ৯৯৫ রোল নম্বর প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে পাস দেখানো হইয়াছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ভুলের কথা স্বীকার করিয়াছেন। মাগুরা জেলার মহম্মদপুর কেন্দ্রে বিজ্ঞান বিভাগে ৬৪ নম্বরধারীকেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ দেখানো হইয়াছে।

গত বছর এই বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটরের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এবার এস এস সি'র ফলাফল সাইক্লোষ্টাইল মেশিনে তৈয়ারী করা হরয়াছে। বোর্ড হইতে সরবরাহকৃত গেজেটে অধিকাংশ রোল নম্বর অস্পষ্ট হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।

এ ব্যাপারে উক্ত শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, ত্রুটি-সমূহ সংশোধনের জন্য ইতিমধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত বছর কম্পিউটরের সাহায্যে ফলাফল প্রস্তুত করিতে গিয়া কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই এবার ঐ ব্যবস্থা পরিহার করা হয়।